ভোরের কাগজ

৬/১০/২০০১

তারিখ ....

পৃষ্ঠা ৭ ...... কলাম ৬ ......

ছাত্রলীগ নেতারা ক্যাম্পাসে আসতে চাইলে যোগাযোগ করে আসতে হবে

ঢা. বিতে ছাত্রদলের ধর্মঘট প্রত্যাহার ভিসির পদত্যাগ দাবিতে বিকল্প কর্মসূচি

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক : জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল অবশেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের ডাকা লাগাতার ধর্মঘট প্রত্যাহার করে নিয়েছে। ৬৪ দিনের মাথায় গতকাল শুক্রবার ক্যাম্পাসে মধুর কেন্টিনে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে ছাত্রদল নেতৃবৃন্দ ধর্মঘট প্রত্যাহারের ঘোষণা দেন। তাদের ডাকা ধর্মঘটের ফলে এ পর্যন্ত প্রায় ৫ শতাধিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হতে পারেনি।

প্রসঙ্গত, তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় আসার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে সহাবস্থানসহ বিভিন্ন দাবিতে ছাত্রদল ২৯ জুলাই থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে লাগাতার ধর্মঘটের ডাক দেয়। বিএনপির নেতৃত্বাধীন ৪ দলীয় জোট ১ অক্টোবরের নির্বাচনে জয়লাভের পর ছাত্রদল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১টি হল বাদে সকল হলে নিয়ন্ত্রণ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে।

বিভিন্ন পত্রিকার সাংবাদিকদের যথাযথভাবে অবহিত না করে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে ছাত্রদল নেতৃবৃন্দ বলেন, ধর্মঘট প্রত্যাহার করলেও উপাচার্যের পদত্যাগের দাবি প্রত্যাহার করা হয়নি। ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাজীবনের কথা ভেবে আমরা উপাচার্যের পদত্যাগের দাবিতে ডাকা লাগাতার ধর্মঘটের কর্মসূচি প্রত্যাহার করেছি তবে উপাচার্যকে পদত্যাগে বাধ্য করতে আমরা ধর্মঘটের বিকল্প কোনো পন্থায় আন্দোলন করবো। ২/১ দিনের মধ্যে তা জানানো হবে বলে ছাত্রদল নেতৃবৃন্দ উল্লেখ করেন।

'শিক্ষার স্বার্থে' ছাত্রলীগের কোনো নেতাকর্মী ক্যাম্পাসে আসতে চাইলে ছাত্রদল নেতৃবৃন্দ সে সব ছাত্রলীগ নেতাকর্মীকে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করার অনুরোধ জানান।

সংবাদ সম্মেলনে ছাত্রদল নেতৃবৃন্দ বলেন, গত ৫ বছরে হলগুলোতে ছাত্রলীগের অন্যায়-অত্যাচারে ছাত্রদলের অনেক কর্মীর মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হওয়াটা স্বাভাবিক।

ছাত্রদল নেতৃবৃন্দ বলেন, সব হলের বৈধ ছাত্রকে হলে স্বাগত জানানো হবে। বৈধ ছাত্ররা স্বতঃস্ফূর্তভাবে হলে থাকতে পারবে। উপাচার্যকে আমরা হলে হলে সহাবস্থানের কথা বললেও তিনি একচোখা দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের দাবি প্রত্যাখ্যান করেন। কিন্তু আমরা হলগুলোতে সব রাজনৈতিক দলের কর্মীদের সহাবস্থানের রাজনীতি নিশ্চিত করতে চাই।

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন, সাহাবুদ্দীন লাল্টু, মঞ্জুর-ই-এলাহী, মনির হোসেন, এ বি এম মোশাররফ হোসেন, মোস্তাফিজুল ইসলাম মামুন, আসাদ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

উপাচার্য স্বাগত জানিয়েছেন

এদিকে ছাত্রদলের ধর্মঘট প্রত্যাহারের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন উপাচার্য অধ্যাপক এ কে আজাদ চৌধুরী। তবে উপাচার্যের পদত্যাগের বিষয়ে ছাত্রদলের দাবির বিষয়ে তিনি কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি।